বর্তমান
আমরা সত্যের অনুসারী
ঢাকা ৯ জুলাই ২০১৩, ২৫ আষাঢ় ১৪২০

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গতকাল তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী সমিতি নতুন জাতীয় বেতন স্কেলের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে -বর্তমান

## তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতির ৬০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির দাবি

বর্তমান প্রতিবেদক

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ৬০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর দাবিও করেছেন তারা। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সরকারের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৬ বেতন স্কেলের স্থলে ৩টি করারও দাবি করা হয়। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচিতে এ দাবি জানানো হয়।

গতকাল সকাল ১১টায় সমিতির সভাপতি মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা হারুন উর রশিদ, শাহ মোঃ শফিউল হক, সহ-সভাপতি নাজমা আক্তার, মান্নান হাজারী, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, রায়হান উদ্দিন চৌধুরী, নরুননবী, নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাসচিব আতাউর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব মোঃ সেলিম মোল্লা, তাপস কুমার সাহা, রমিজ উদ্দিন মাঝি, আবদুল আজিজ, শফিকুল ইসলাম, হেমায়েত হোসেন হিমু, সহকারী মহাসচিব আজিজুন নাহার, মারজানা আক্তার নিপা, অর্থসচিব মোঃ হারেস, সাংগঠনিক সচিব রফিকুল ইসলাম মামুন, ঢাকা মহানগরী কার্যকরী সভাপতি হারুন অর রশীদ ও সহসভাপতি খতিবুর রহমান প্রমুখ।

মানববন্ধনে নেতারা বলেন, ২০০৯ সালের বেতন স্কেলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেড়েছিল মাত্র ১৫ থেকে ২৫ ভাগ। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কয়েকগুণ বৃদ্ধির ফলে সীমিত আয়ের কর্মচারীদের জীবননির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কাজেই দ্রুত বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল দিতে হবে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ৬০ শতাংশ বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে। সচিবালয়ের কর্মচারীদের সঙ্গে বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করতে হবে। ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, নার্স ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা প্রদান করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে লোকবল নিয়োগ বন্ধের দাবি জানান তারা।

## সরকারি কর্মচারীদের বেতন ৬০ শতাংশ বাড়ানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি কর্মচারীদের ৬০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছে তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদানের আগে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য এই বেতন-ভাতা বাড়াতে হবে। একই শ্রেণীর কর্মচারীদের বিদ্যমান ছয়টি স্কেলের পরিবর্তে তিনটি স্কেলে বেতন নির্ধারণ, বেতন ও পদবৈষম্য নিরসন, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের মতো অন্য ডিপ্লোমাধারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা দেওয়া, সরকারি প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ বন্ধ করার দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে এসব দাবি জানানো হয়।

৯ জুলাই ২০১৩, মঙ্গলবার

মানববন্ধনে কর্মচারী নেতারা বলেন, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে মাত্র ১৫ থেকে ২৫ ভাগ, যা তৎকালীন বাজারদর ও জীবন যাপনের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। এরই মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব কিছুর দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সরকারি কর্মচারীরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। সরকারি কর্মচারীরা অর্থমন্ত্রীর বাজেট ঘোষণায় বেতন বৃদ্ধির প্রত্যাশা করলেও তা পূরণ হয়নি। এ কারণে দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা রাজপথে নেমেছেন।

সমিতির সভাপতি মাহফুজুর রহমানের নেতৃত্বে মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব সেলিম মোল্লা, ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি হারুন অর রশিদসহ কয়েক শ সরকারি কর্মচারী।

কালের কণ্ঠ

মঙ্গলবার
৯ জুলাই ২০১৩ ২৫ আষাঢ় ১৪২০
সমকাল

বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ ৬ দফা দাবিতে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

## সরকারি কর্মচারীদের বেতন ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি ও নতুন স্কেলের দাবি

সমকাল প্রতিবেদক

জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ৬০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি এবং ছয়টির পরিবর্তে তিনটি বেতন স্কেল নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন পরবর্তী এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়। এ সময় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মতো সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কর্মচারীদেরও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও স্কেল প্রদানের দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সভাপতি মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন রশিদ উল্লাহ, লুৎফর রহমান, হারুন উর রশিদ, শাহ মো. শফিউল হক, সেলিম মোল্লা, নাজমা আক্তার, মান্নান হাজারী, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহিম খলিল, রায়হান উদ্দিন চৌধুরী, নুরুন নবী, নজরুল ইসলাম, আতাউর রহমান, তাপস কুমার সাহা, রমিজ উদ্দিন মাঝি, আবদুল আজিজ, শফীকুল ইসলাম, ফরিদুর রহমান, হেমায়েত হোসেন হিমু, আজিজুন নাহার, মারজাহান আক্তার নিপা, মো. হারেজ, রফিকুল ইসলাম মামুন, হারুন অর রশিদ, খতিবুর রহমান, ইলিয়াস মিয়া প্রমুখ।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৯ জুলাই ২০১৩

## ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি সরকারি কর্মচারী সমিতির

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি ও নতুন পে-স্কেলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি।

নেতারা জানান, ২০০৯ সালে জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশে সরকারি কর্মচারীদের বেতন ১৫-২৫ ভাগ বেড়েছিল, যা ওই সময়ের বাজারদর ও জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। বর্তমানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় জীবনযাপন কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কর্মচারী সমিতি আয়োজিত মানববন্ধনে এসব তথ্য জানানো হয়। সমিতির সভাপতি মাহফুজুর রহমান দ্রুত জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, ১ জানুয়ারি থেকে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, সচিবালয়ে কর্মরত কর্মচারীদের মতো অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের সমযোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় বেতন স্কেল প্রদান করে বেতনবৈষম্য নিরসনের দাবি উত্থাপন করেন। এ সময় সমিতির নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মানবকণ্ঠ
মঙ্গলবার ৯ জুলাই ২০১৩

## সরকারি কর্মচারীদের নতুন পে-স্কেলের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমিশন গঠন করে নতুন পে-স্কেল ঘোষণার দাবিতে মানববন্ধন করেছে তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। গতকাল সোমবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সংগঠনের নেতারা ওই দাবি জানান। মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. মাহফুজুর রহমান, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ ও মহাসচিব লুৎফর রহমান।

মো. মাহফুজুর রহমান বলেন, আমরা আশা করেছিলাম ২০১৩-১৪ বাজেটে আমাদের বেতন ভাতা বাড়ানোসহ পদ বৈষম্য নিরসনের ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু তা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। অবিলম্বে ৬০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি করে নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

মঙ্গলবার
৯ জুলাই ২০১৩
যুগান্তর

# ৬০ ভাগ মহার্ঘ ভাতার দাবিতে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মানববন্ধন

**বিশেষ সংবাদদাতা**

স্থায়ী জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল কার্যকর করার আগে কমপক্ষে ৬০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দেয়ার জোরাল দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি। সোমবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচি থেকে এ দাবি জানানো হয়। মানববন্ধন চলাকালে সমিতির নেতাদের মধ্যে এ দাবির সপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরে বক্তৃতা করেন সভাপতি মাহফুজুর রহমান, কার্যকরী সভাপতি রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমান, উপদেষ্টা হারুন উর রশিদ, শাহ মোঃ শফিউল হক, সহ-সভাপতি নাজমা আক্তার, মান্নান হাজারী, মোস্তাফিজুর রহমান, ইব্রাহীম খলিল, রায়হান উদ্দিন চৌধুরী, নুরুন্নবী, নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাসচিব আতাউর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব সেলিম মোল্লা, তাপস কুমার সাহা, রমিজ উদ্দিন মাঝি, আবদুল আজিজ, শফিকুল ইসলাম, ফরিদুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সাধারণ কর্মচারীদের প্রত্যাশা ছিল বাজেটে মহার্ঘ ভাতা কিংবা ইনক্রিমেন্টের কোনো ঘোষণা আসবে। কিন্তু তার কিছুই আসেনি। এ কারণে সবার মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। ওদিকে চড়া দ্রব্যমূল্যের বাজারে সাধারণ কর্মচারীদের সংসার আর চলছে না। সংসারকে টেনে নিয়ে চালাতে হচ্ছে। যাদের ছেলেমেয়ে কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে তাদের বেতনের টাকা দিয়ে ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচই জোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে সংসার চলবে কীভাবে? এ অবস্থায় কর্মচারী নেতারা অবিলম্বে ৬০ ভাগ মহার্ঘ ভাতা দেয়ার দাবি জানান। এছাড়া ৬ দফা দাবির মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দাবির বিষয় তুলে ধরে তারা বলেন, আউট সোর্সিং প্রথা একেবারে বন্ধ করতে হবে। উন্নয়ন খাত, ওয়ার্কচার্জড ও কন্টিজেন্সি ওএমআর কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে নিয়মিতকরণ করা একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। বলা হয়, ইতিমধ্যে সরকারি অনেক দফতরে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। তাই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা নার্সদের মতো ডিপ্লোমাধারী ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল দিতে হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৯ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

# ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের

**স্টাফ রিপোর্টার ॥** জাতীয় বেতন কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধি দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী সরকারী কর্মচারী সমিতি। সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচী থেকে এ দাবি জানানো হয়।

সমিতির যুগ্ম-মহাসচিব মোঃ সেলিম মোল্লা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মানববন্ধনে নের্তৃবৃন্দ বলেন, ২০০৯ এর জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারী কর্মচারীদের ১৫ থেকে ২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ছিল। ইতোমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুত, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ায় কর্মচারীরা অতি কষ্টে জীবনযাপন করছে। তারা অবিলম্বে জাতীয় পে-কমিশন গঠন করে নতুন বেতন স্কেল প্রদান, ১ জানুয়ারী ২০১৩ থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সরকারী কর্মচারীদের ২য় শ্রেণী পদমর্যাদায় বেতন স্কেল প্রদান করে বেতন বৈষম্য নিরসন এবং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ও ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় অন্যান্য ডিপ্লোমাধারী ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদানের দাবি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ জুলাই ২০১৩ মঙ্গলবার ২৫ আষাঢ় ১৪২০

# সরকারি কর্মচারীদের ৬০ ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবি

জাতীয় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। একই সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণি কর্মচারীদের বিদ্যমান ৬টি বেতন স্কেলের পরিবর্তে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসারে ৩টি বেতন স্কেল নির্ধারণ করারও দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারি কর্মচারীদের বেতন মাত্র ১৫-২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যা তৎকালীন বাজার দর ও জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ইতিমধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আয়ের কর্মচারীরা অতিকষ্টে জীবনযাপন করছে।

সংগঠনের সভাপতি মো. মাহফুজ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থি ছিলেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপ রশিদ উল্লাহ, মহাসচিব লুৎফর রহমা উপদেষ্টা হারুন উর রশিদ, শাহ শফিউল হক, সহ-সভাপতি নাজ আক্তার, মান্নান হাজারভী, মোস্তাফি রহমান, ইব্রাহিম খলিল, রায়হান উ চৌধুরী, নূরুন নবী, নজরুল ইসল অতিরিক্ত মহাসচিব আতাউর রহম যুগ্ম মহাসচিব সেলিম মোল্লা প্রমুখ।